প্রশ্ন:"উঠে কত হলাহল উঠে কত সুধা":-কোন প্রসঙ্গে কবি এই মন্তব্য টি করেছেন?উদ্ধৃতির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

উত্তর:-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চৈতালি কাব্যগ্রন্থের 'খেয়া' কবিতায় মানব সভ্যতার তথাকথিত অগ্রগতি প্রসঙ্গে উক্ত মন্তব্য টি করেছেন।
মানুষ তার জীবন যাত্রার মানকে ক্রমাগত উন্নতির পথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে।তার এই ক্রম-উন্নতির ইতিকথাই হল সভ্যতার ইতিহাস।যে মানুষ যত বেশি সুখ স্বাচ্ছন্দ্য পেয়েছে তত ই তার মধ্যে আরো বেশি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা জেগেছে।সভ্যতার তথাকথিত অগ্রগতি মানুষের হাতে ভয়ংকর অস্ত্রের জোগান দিয়েছে।মানুষ মেতে উঠেছে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে।এক সাম্রাজ্যের অবসানে সূচনা হয়েছে নতুন সাম্রাজ্যের।রক্তস্রোতের মধ্যে লেখা হয়েছে মানব সভ্যতার রক্তাক্ত ইতিহাস। পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী সমুদ্র মন্থনে হলাহল ও সুধা অর্থাৎ বিষ ও অমৃত দুই-ই উঠে এসেছে।কবি সভ্যতার ক্ষতিকারক রূপকে বিষ আর কল্যাণময় রূপকে সুধা বলেছেন।দুর্ভাগ্য জনক ভাবে অনেক ক্ষেত্রেই সভ্যতার ক্ষতিকারক রূপ তার কল্যাণময় রূপকে।ছাপিয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে।নাগরিক জীবনের এই পরিণতি কবিকে কষ্ট দিয়েছে।তাই তিনি পল্লী জীবনের শান্ত স্নিগ্ধ মাটির গন্ধমাখা রূপটির উল্লেখ করেছেন।সেখানে সভ্যতার অগ্রগতি তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি বলেই বোধ হয় আবহমান কাল ধরে মানুষের সঙ্গে মানুষের মানবিক সম্পর্ক অটুট আছে।